-0. In Public Domain. Digitization by eGango

ভারতী

শ্রাবণ, ১৩০৮

G.K
228

0. In Public Domain. Digitization by eGang

-0. In Public Domain. Digitization by eGang

পরমগুরুদেব ৺দাশরথি দেব যোগেশ্বরের আশীর্ব্বাণী

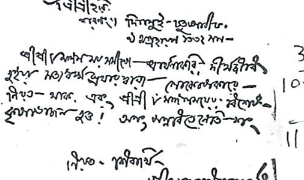
শ্রীশ্রীহরি
৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২ সন –

12
3-38
3
10-14
95
11-09

জয়গুরু

পাক্ষিক মিলন পত্র

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

সূচীপত্র

১।	শ্রীশ্রীঠাকুর-সংবাদ—	২৭
২।	ভাব-বিলাস—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সিংহ	৩৩
৩।	শ্রীশ্রীঠাকুর-সঙ্গ—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৬
৪।	আমার দয়াল ঠাকুর—শ্রীবিবাদ কুমার মুখোপাধ্যায়	৩৮
৫।	আচার্য্য শ্রীশ্রীশঙ্করদাদার ৬৪তম আবির্ভাব তিথি—চিন্তাহরণ	৪২
৬।	হাস্তানন্দের উক্তি ও পত্র	৪৩
৭।	শ্রীশ্রীবাবার নিত্যসংবাদ—কিঙ্কর ধীরানন্দ	৪৪
৮।	শুভ জন্মতিথি	৪৬
৯।	শ্রীসত্যধর্ম প্রচারসঙ্ঘ টালিগঞ্জ শাখা শ্রীনামপ্রচারসূচী : শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তন-সংবাদ : শ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসব	৪৭
১০।	বিজ্ঞপ্তি : পরলোকে	৪৮

নিয়মাবলী

জয়গুরু পাক্ষিক মিলনপত্র। প্রতি পক্ষে জয়গুরু কার্য্যালয়, কেদার ভবন, ৯৪ শান্তিরাম রাস্তা, পোঃ বালী, জেলা হাওড়া হইতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ৬'০০ টাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী, বাণী ও আদর্শ শিষ্য ও ভক্তগণের মধ্যে প্রচার করিয়া ভগবৎপথে ধর্ম্মময় জীবন গঠনে উৎসাহিত করাই এই পাক্ষিক মিলনপত্রের উদ্দেশ্য।

এই পত্রিকায় কোন বিজ্ঞাপনাদি গ্রহণ করা হয় না। জয়গুরু সম্প্রদায়ের অখণ্ড নামকীর্ত্তন, আশ্রমাদির সংবাদ ও শ্রীনামপ্রচার সংবাদ প্রকাশিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর-সম্বন্ধীয় ও শাস্ত্রপথ অনুযায়ী মহাপুরুষদের বাণী, প্রবন্ধ, কবিতা, অনুভূতিমূলক পত্রাদি প্রকাশ করা হয়।

যাঁহারা প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন তাঁহারা কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে স্পষ্টাক্ষরে পরিষ্কারভাবে লিখিয়া নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়; সেই হেতু সঙ্গে কোন ডাক টিকিট পাঠাবেন না। দুর্বোধ্যভাবে লেখা গৃহীত হইবে না, লেখার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা অবশ্যই দিতে হইবে অন্যথায় লেখা প্রকাশযোগ্য হইবে না।

প্রত্যেক প্রেমিককে বৎসরের প্রথম হইতে মিলনপত্র লইতে হইবে।

যে কোন পক্ষের মিলনপত্র পরবর্ত্তী পক্ষের মধ্যে না পাইলে কার্য্যালয়ে **প্রেমিক-সংখ্যাসহ** জানাইবেন।

প্রেমিকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে অন্ততঃ একপক্ষকাল পূর্ব্বে কার্য্যালয়ে **প্রেমিক-সংখ্যার উল্লেখসহ** জানাইলে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা সম্ভব হইবে।

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

জয়গুরু
১৯শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৮২

। শ্রীঃ ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

* * * * *

গুরুর্বা শিষ্যো বা ভবামি তব নো বা বিদিতং
অহং ত্বং মে বৈ প্রকৃতি স্বভাবং তত্ত্ব সুবিদিতং ।
গুরুশ্চেৎ — শিষ্যোঽহং শরণমুপগতং পাহি কৃপয়া (শোধয় কৃপয়া)
গুরুশ্চেৎ ত্বং হং বৈ কিমসি গঠিতস্তু কথয় মে ॥

তুমি আমার কে—গুরু, না শিষ্য—তাহা জানি না। তবে স্বভাবতঃ এইটি বেশ জানি—আমি তোমার, তুমি আমার। যদি গুরু হও, তবে আমি তোমার শিষ্য; শরণ লইতেছি—কৃপা করিয়া উদ্ধার কর (বা শিক্ষা দাও)। আর আমি যদি তোমার গুরু হই, তবে বল—তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি এবং কি উপাদানে গঠিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর-সংবাদ

গত ১২ই জুন প্রাতঃকালীন ফলভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর মেজর শ্রীহরেকৃষ্ণ মজুমদার ও কর্নেল আর এন. মুখার্জী দাদার প্রার্থনায় তাঁহাদের বাসভবনে পদধূলি দান করিয়া শ্রীসুভাষদাদার প্রার্থনায় তাঁহার অসুস্থা ভগ্নীকে দেখিতে লক্ষ্ণৌ কম্যাণ্ড হসপিটালে উপস্থিত হ'ন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করত কনেল পালদাদার অসুস্থা কন্যাকেও দর্শনদানে কৃতার্থ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক কর্নেল রায় এবং জেনারেল ঘোষ ও অন্যান্য বিশিষ্ট সামরিক চিকিৎসক শ্রীশ্রীঠাকুরকে সশ্রদ্ধভাবে আহ্বান জানান। এইদিনই রাত্রে বিশালদার পার্কে একটি সুসজ্জিত মঞ্চে স্থানীয় 'সত্যধর্মপ্রচার সঙ্ঘে'র আয়োজনে লক্ষ্ণৌ মহানগরীতে

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভপদার্পণ উপলক্ষ্যে এক বৃহৎ ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাতে লক্ষ্ণৌ শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত কর্নেল মজুমদারদাদা তাঁহার হিন্দীভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভক্তিনিবেদন করত উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। পরিশেষে স্থানীয় গুরুভ্রাতাগণের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীঠাকুর আড়াই ঘন্টাকাল তাঁহার দিব্যভাষণে ধর্ম কি, আহারশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, ভারতের পাতিব্রত্য ধর্ম, নামমাহাত্ম্য, বর্তমান যুবকিশোরদের কর্তব্য, সত্যপালনের ফল প্রভৃতি বিষয় বিভিন্ন উপাখ্যান ও ছোট ছোট রমণীয় কাহিনীর অবতারণা সহ অমৃতময়ী বাণীতে বলেন—"আছেন ভগবান, আছে গোলক, আছে বৈকুণ্ঠ। ভগবানকে ডাকা বেগার খাটা নয়। সাধুরা বেগার খাটেন না। আছে আনন্দ, অলৌকিক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ যা মানুষকে স্থির ক'রে দেয়। যে লক্ষটাকার মালিক সে কি আধপয়সার জন্য চিন্তা করে? তাই বলি, নাম কর, নাম কর, নাম কর। কে আছো রোগী, কে আছো শোকী, কে আছো পাপী, কে আছো তাপী, নাম কর, নাম কর। রোগ যাবে, শোক যাবে, পাপ যাবে, তাপ যাবে, আনন্দ সাগরে ডুবে যাবে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষণান্তে কিছুক্ষণ নামের পর সভা শেষ হয়। সভান্তে অসংখ্য পুষ্প-মাল্যশোভিত বিশ্রাম কক্ষে ফিরিয়া অপরূপ ফুলশয্যা দর্শন করত শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, "ফুলশয্যা, কনে ব্রহ্মবিদ্যা।" কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লইয়া ভোগের পর রাত্রি ১১টায় শ্রীশ্রীঠাকুর শয়নে যান। এই কয়দিন সর্বত্রই কিছু কিছু দীক্ষার্থীকে দীক্ষা দানও চলিয়াছে। কানপুর ও লক্ষ্ণৌ উভয়স্থানেই কয়েকজন দীক্ষার্থী দীক্ষালাভে কৃতার্থ হন।

১৩ই জুন প্রত্যূষে শ্রীশ্রীঠাকুর ধ্যানে বসেন। অতঃপর ফলভোগান্তে স্থানীয় ৺শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির দর্শন করিয়া মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকায় 'সত্যধর্মপ্রচার সঙ্ঘে'র বাৎসরিক কার্যাকরী সমিতির সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভা পরিচালনা করেন। সভান্তে প্রায় ২ ঘটিকায় অন্নভোগ হয়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় প্রার্থনা শেষে উপস্থিত ভক্তশিষ্যগণের প্রণাম গ্রহণ করিয়া পুষ্প সজ্জিত তৈলযানে পূর্ববৎ মাইকে নামসহ হৃষিকেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। লক্ষ্ণৌ হইতে মাত্র একঘন্টা পথ চলিবার পর রাজাপুর নামক একটি অপরিচিত স্থানের পার্শ্ব দিয়া চলাকালে সহসা শ্রীশ্রীঠাকুর গাড়ী থামাইয়া সন্ধ্যারতি সমাপন করিতে আদেশ করেন। পথিমধ্যে অন্ধকারময় এই অপরিচিত স্থানে পাঠ

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

সন্ধ্যারতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অসুবিধার কথা সঙ্গীগণ সভয়ে ব্যক্ত করিলে শ্রীশ্রীঠাকুর পুনরায় জোরের সহিত গাড়ী থামাইতে নির্দ্দেশ দেন। অগত্যা একপ্রকার বাধ্য হইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া উক্তস্থান হইতে মাত্র কয়েক গজের মধ্যেই পথিপার্শ্বে একটি প্রাচীন শিবমন্দির ও সুন্দর ইন্দারা দেখিয়া সঙ্গীগণ খুবই বিস্মিত হ'ন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের রহস্যময় লীলা দর্শনে মুগ্ধ হন। নিকটস্থ দোকান হইতে আলো সংগ্রহ করিয়া মন্দির সংলগ্ন রোয়াকে মন্দিরস্থ শিবলিঙ্গের সম্মুখে আরতি পাঠ সমাপনান্তে জনৈক সেবক শ্রীশ্রীঠাকুর চরণে নিবেদন করেন—"বাবা, আপনি তো পূর্বে বললেই পারতেন। এখানে এমন ব্যবস্থা আছে জানলে কি আমরা গাড়ী থামাতে নিষেধ করতাম?" শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বলেন—"তোমরা যাই বল, সব ওপরওয়ালার ব্যবস্থা।" অতঃপর যাঁহার অতর্কিত আহ্বানে শ্রীশ্রীঠাকুর সহসা এমন ব্যগ্রতার সহিত এই অজ্ঞাতস্থানে গাড়ী থামাইতে আদেশ করিলেন সেই ৺শঙ্করভগবানকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া জনৈক সঙ্গীকে নির্দ্দেশ দিলেন ইন্দারা হইতে জল তুলিয়া শিবলিঙ্গকে স্নান করাইতে। আরত্রিক ও পাঠান্তে উক্ত মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া রাত্রি ৩ ঘটিকায় বেরিলীস্থিত সরকারী বনবিভাগের বাঙ্‌লোতে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর পুনরায় প্রত্যূষে যাত্রা করত পথে ফলভোগ সারিয়া বেলা প্রায় ৩ টায় সময় হৃষিকেশ আশ্রমে পৌছান। হৃষিকেশের প্রিয় বাহক কিঙ্কর বোধানন্দজীর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া গঙ্গাদর্শনান্তে, অখণ্ড নামমণ্ডপ পরিদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বৈকাল ৫ ঘটিকায় অন্নভোগ গ্রহণ করেন এবং অল্পক্ষণ পরেই প্রার্থনা ও সন্ধ্যারতিতে উপস্থিত হ'ন। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপস্থিতির বার্ত্তা পাইয়া ১৫ই জুন জনৈক বিগ্রেডিয়ার এবং অপর একজন কর্নেল সস্ত্রীক শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়া যান। শ্রীশ্রীঠাকুরগতপ্রাণ ফ্রান্সের "কুবের" ও 'পদ্মা-মা' (শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদত্ত নাম) বিবিধ অধ্যাত্ম প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় প্রত্যহই আশ্রমে উপস্থিত হন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত উত্তর লাভে কৃতার্থ হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করত ও স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৬ই জুন তারিখে স্থানীয় 'গীতাভবন' হইতে ধর্ম্মপত্রিকা 'কল্যাণে'র সম্পাদক শ্রীরামসুখ দাস এবং পত্রিকার অন্যান্য কর্ম্মীগণ শ্রীশ্রীঠাকুর সমীপে উপস্থিত হইয়া উক্ত পত্রিকার জন্য বারংবার তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে শ্রীশ্রীঠাকুর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন, "আশীর্ব্বাদ কা বাত নেহী, 'কল্যাণ' মেরা

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

প্রাণ হায়।" শ্রীশ্রীঠাকুর উক্ত পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক, ৺হনুমানপ্রসাদ পোদ্দারের স্মরণে বলেন, "শ্রীভগবান তাঁর যন্ত্র ক'রে ৺পোদ্দারবাবাকে দিয়ে যে ভাবে কাজ করালেন তা "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।" ৺পোদ্দার মহাশয়ের সনাতনধর্ম প্রচার ও সারা বিশ্বে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার' প্রচারের কথা উল্লেখ করিয়া বর্তমান দেশের দুরবস্থা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সখেদে বলেন—"রাজশক্তি ধর্মনিরপেক্ষ নয়, ধর্মধ্বংসী। চলেছে ধর্মকে ধ্বংস করার চেষ্টা।"

২০শে জুন অন্নভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর মধ্যাহ্ন ১২টা নাগাদ উত্তরকাশীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া বৈকাল ৫ টায় উত্তরকাশী ৺বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করত মাতৃ্লী শ্রীভাগীরথী মঠে পৌছান এবং ওখানে দুই দিন অবস্থান করিয়া পাহাড় ধসিয়া রাস্তা অবরুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্বেই ২৩শে জুন হৃষীকেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। হৃষীকেশ হইতে দিল্লী হইয়া কোটার যজ্ঞে উপস্থিত হন। ১লা জুলাই হইতে ৪ঠা জুলাই পর্য্যন্ত কোটাতে অবস্থানকালে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়া যান এবং কয়েক দিনে শতাধিক দীক্ষার্থী দীক্ষালাভে কৃতার্থ হন। ৪ঠা জুলাই বৈকাল ৪ ঘটিকায় কোটা হইতে যাত্রা করিয়া জয়পুর, বৃন্দাবন ও কানপুর হইয়া এলাহাবাদে পৌছাইলে সঙ্গের গাড়ীটি বিকল হওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর ভাড়া করা ট্যাক্সিতে বারাণসী রওনা হন এবং তথায় অবস্থানের পর কালকামেলে কলিকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ৯ই জুলাই সকাল ৮½ ঘটিকায় কলিকাতায় পৌছাইয়া শ্রীরামেশ্বর দাদার গৃহে মধ্যাহ্ন ভোগান্তে বৈকাল ৫ ঘটিকায় মাদ্রাজমেলে বহরমপুরের পথে যাত্রা করিয়া পরদিবস বৈকালে বহরমপুরে রথযাত্রায় যোগদান করেন। অতঃপর ভুবনেশ্বর, পুরী ও কটক হইয়া ১৬ই জুলাই শ্রীরামপুরে শুভাগমন করত ১৮ই জুলাই ৩-১৫ মিঃ নাগাদ কলিকাতা হইতে সসঙ্গী তিনখানি গাড়ী লইয়া গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রায় ৬ ঘটিকায় কাকদ্বীপে পৌছিয়া শ্রীপুলিন দাস দাদার নূতন লঞ্চে পদধূলিদান করিয়া উক্ত লঞ্চে রাত্রি ৮ টায় সময় কচুবেড়িয়া পৌছান। কচুবেড়িয়ায় শ্রীবাসুদেব আশ্রমে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযোগেন্দ্র মঠের কর্ম্মে নিয়োজিত ট্রাকে মঠের উদ্দেশ্যে রওনা হন। রাত্রি প্রায় ১২ টায় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অধিকরাত্রে ভোগের পর বিশ্রামে যান।

বর্তমানে শ্রীশ্রীঠাকুরের চাতুর্মাস্যের তৃতীয় সপ্তাহ সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে। শ্রীবিগ্রহ মোটামুটি সুস্থই বলা যায় যদিও চাতুর্মাস্য শুরু হওয়ার পর হইতে

C-0. In Public Domain. Digitization by eGango

দিবারাত্র অবিচ্ছিন্ন কর্মানুষ্ঠান হেতু শ্রীঅঙ্গের বাহিক শীর্ণতা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রি প্রায় ৩ ঘটিকায় শয্যাত্যাগ করিয়া 'মহাভারতের' অনুবাদ কার্য্য শুরু করেন। গত ১২।৪।৮১ তারিখে জয়পুরে প্রথম এই অনুবাদ কার্য্য শুরু হয়। তাহার পর কোনরূপ ছেদ না রাখিয়া অদ্যাবধি উক্ত কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। একই সঙ্গে কিছু পত্রাদির উত্তরদান করিয়া (পত্রের প্রত্যেকটি স্বয়ং পাঠ করিয়া বহু উত্তর নিজেই লিখিতেছেন) ৪ ঘটিকা নাগাদ শ্রীশ্রীঠাকুর বাহিরে আসেন এবং মন্দির সংলগ্ন দোতলার বারান্দাগুলি দ্রুত পদক্ষেপে ঘুরিয়া টর্চের আলো দ্বারা নিদ্রারত সেবকগণকে উঠিবার নির্দেশ দান করিয়া স্বহস্তে কাঁসর বাজাইতে থাকেন, উচ্চশব্দে সেবকগণ দ্রুত গাত্রোত্থান করিতে বাধ্য হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য উপস্থিতিতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীর মঙ্গলারতি শুরু হয়। আরত্রিক অন্তে ত্রৈকালিক স্তব পাঠ করাইয়া কীর্ত্তনাদির পর নিজ কক্ষে ফিরিয়া সকাল প্রায় ৬টায় ধ্যানে বসেন। প্রায় ৯টায় বাহির হইয়া প্রার্থনা করান এবং প্রার্থনার পর পাদুকা স্পর্শান্তে নীচে নামিয়া সহাস্যে প্রশ্ন করেন "My car কোথায়?" শ্রীশ্রীঠাকুরের সাগরদর্শনের জন্য অতিশয় যত্নে নির্দিষ্ট ভক্তপ্রদত্ত গাড়ীটিতে সাধারণতঃ সাগরদর্শনে যাইয়া থাকেন এবং ভক্তগণও শ্রীশ্রীঠাকুরের রথকে অনুসরণ করিয়া সাগরকূলে আসিয়া উপস্থিত হন। কোন কোন দিন গাড়ী বিকল থাকিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দিষ্ট 'ঘোড়াটি' (হরিদাদা) তাঁহাকে সাগরদর্শনে লইয়া যান এবং ভক্তগতি 'ঘোড়া'র সেবাতে প্রসন্ন শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদুহাস্যে বলেন, "গাড়ী—গাড়ী, ঘোড়া—ঘোড়া, একটা কিছু হ'লেই হ'ল।" আশ্রমের প্রবেশ মুখে ভাঙা ইট দ্বারা নির্মিত ঈষৎ লাল পথের উপর দিয়া যাইবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সকৌতুকে বলেন, "আমরা এখন রেড রোড দিয়ে যাচ্ছি।" অতঃপর সাগরকূলে আসিয়া পুণ্য সাগর-বারি স্পর্শ করত উপকূলভাগের দিকে ধাবমান সাগর দর্শনে বলেন, "সমুদ্র বেলা লঙ্ঘন করেনা ঠিকই কিন্তু যত কারসাজি মার (৺গঙ্গামাতা) আমার। উনি কর্ত্তাকে পিছনে নিয়ে ক্রমশঃ এগিয়েই আসছেন। কপিলমুনি তো মন্দির নিয়ে পলায়ন ক'রলেন কিন্তু 'এ' তো আর আশ্রম নিয়ে পালাতে পারে না! শেষ পর্য্যন্ত মা-বেটায় যুদ্ধ না বাধে। দরকার হ'লে বাঁধ দিতে হবে।" প্রত্যাবর্ত্তন কালে সাগরস্নানে গমনরতা জনৈকা মায়ীকে বলেন, "এ তোমাদের সমুদ্র নয়গো, এ আমাদের সাগর—Bay of Bengal."

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangot

আশ্রমে ফিরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বিভিন্ন নির্মাণ কার্য্যাদি পরিদর্শন করেন এবং কর্মরত সেবকগণকে নির্দিষ্ট কর্মাদির দ্রুত রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করেন। চাতুর্মাস্য উপলক্ষ্যে সমগ্র আশ্রমব্যাপী এক বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু হইয়া গিয়াছে। আশ্রমস্থ পুষ্করিণীটির ঘাট বাঁধাইয়া উহার জলকে সংরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা নেওয়া নূতন রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘরের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করা, ব্রহ্মচারিণী মায়েদের স্বতন্ত্র দশখানি সাধনকুটীর নির্মাণ করানো, আশ্রমের সম্মুখে বহুকক্ষ বিশিষ্ট একটি ধর্মশালা নির্মাণ করা এইরূপ বহুবিধ নির্মাণ কার্য্যের জন্য বেশ কিছু কর্মী সারাদিনব্যাপী আশ্রম কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছে।

অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুর ভাণ্ডারে উপস্থিত হইয়া ভাণ্ডার রক্ষক কিঙ্কর কর্মানন্দজীর নিকট ভাণ্ডারে মজুত চাল ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর সন্ধান লইয়া মধুরা চাতুর্মাস্য প্রসঙ্গে বলেন, "এখন প্রত্যহ ভাঁড়ারে গিয়ে বলতাম্ ১০০ মণ চাল মজুত দেখাতে না পারলে ভাঁড়ারীর প্রণাম নেব না। মন্ত্রী বাবাকে বলেছিলাম, দেখো বাপু, তোমরা যেন আবার অসুবিধা ক'র না।" ভাণ্ডারের পর পাকশালা হইয়া ফিরিবার কালে ফলভোগের অহ্বান আসিলে শ্রীশ্রীঠাকুর সানন্দে সম্মতি প্রদান করত বলেন, "নিশ্চয়ই, যাবো। শুধু তো এ'র নয়, তার সঙ্গে যে অনেকের আহার নিয়ন্ত্রিত।"

ফলভোগান্তে পত্রাদি পাঠ করিয়া সামান্য বিশ্রামের পর মধ্যাহ্নকালীন প্রার্থনা ও কীর্ত্তনে উপস্থিত থাকিয়া স্বয়ং প্রার্থনাদি পরিচালনা করেন। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীর ভোগের পর নিত্য আয়োজিত কয়েকশত নরনারায়ণের অন্নসেবার স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সেবা দর্শনান্তে আশ্রমস্থ ভক্তশিষ্য গণের পাত্তায় অন্নাদি পরিবেশনের পর ভোগ গ্রহণ করিতে যান। বিশ্রামান্তে সান্ধ্যমুহূর্তে প্রার্থনা, মৌন ও কীর্ত্তনাদির পর ধ্যান সারিয়া রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকায় দৈনন্দিন পাঠ শুরু করেন। পাঠ শুরু হয় ভগবান শঙ্করাচার্য্য বিরচিত ৺গঙ্গাস্তোত্র দ্বারা। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'গঙ্গামহিমাগীতি' পাঠ করিয়া এক অধ্যায় গীতা ও স্বরচিত বিবিধ গ্রন্থ পাঠ করেন। পাঠের পর রাত্রি ১১টা নাগাদ রাত্রির ভোগ গ্রহণ করিয়া সকলকে প্রসাদ লইতে পাঠাইয়া রাত্রি ১২টায় বিশ্রামে যান।

আগামী ২১শে আগষ্ট (৪ঠা ভাদ্র) পরমপূজনীয়া শ্রীশ্রীপরমগুরুমাতার জন্মদিবস প্রতিপালন উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর মহামিলন মঠে শুভাগমন করিবেন

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

যদিও উক্ত অনুষ্ঠানে মায়েরা ভিন্ন অপর কেহ যোগ দিতে পারিবেন না। 'সতীসঙ্ঘে'র বার্ষিক সংযুক্ত অধিবেশন একই দিনে অনুষ্ঠিত হইবে। আগামী দুর্গোৎসবে শ্রীশ্রীঠাকুর দিল্লী ৺দুর্গাপুরী আশ্রমে উপস্থিত থাকিবেন এবং ৺লক্ষ্মীপূজা পর্য্যন্ত ওখানেই অবস্থান করিবেন এইরূপ স্থির আছে। গত ২৮শে জুলাই গঙ্গাসাগরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য উপস্থিতিতে শ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

—শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়

ভাব-বিলাস

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সিংহ

ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন করয়ে সৃজন পালন লয়
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা যতনে এ ভব যাতনা সয়
যেরূপে যে জন করয়ে সাধন সেইরূপে তার মানসে রয়
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে কমলে কামিনী হয় উদয়।"

'মাতৃগাথা' :—ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে—স্ব স্ব দেবতায় একান্ত নিষ্ঠা আনবার জন্য মাত্র। অনন্তভাবে নির্গুণ মন্ত্র ওঙ্কারের আশ্রয়ে ব্রহ্মত্ব লাভ।

সুতরাং বিরোধ কোথায় ?

নিত্যতন্ত্রে আছে কখন তারাদেবী মীনরূপা,—বগলা-কূর্ম, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, ভুবনেশ্বরী-বামন, মাতঙ্গী-রাম, ত্রিপুরা জামদগ্ন্য, বলভদ্র-ভৈরবী, মহালক্ষ্মী-বুদ্ধ, দুর্গা-কল্কি।

'মাতৃগাথা' :—কোন কল্পে কালিকাদেবী কৃষ্ণ, তারিণী শ্রীরাম, ষোড়শী-বিদ্যা-ভার্গব, ভুবনেশ্বরী-বামন, বগলা-মৎস্য, ছিন্নমস্তা-বরাহ, ধূমাবতী-কূর্ম, অহং ভৈরবী-নৃসিংহ, মহালক্ষ্মী বুদ্ধ, মাতঙ্গী-কল্কি।

'মাতৃগাথা' :—দশমহাবিদ্যার অবতারই হরির দশ অবতার।
যিনি উমা—তিনিই বিষ্ণু।
সুতরাং বিরোধ কোথায় ?

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

তারকব্রহ্ম নাম—সর্বলোকের—সর্বসাধনার—শাক্ত বৈষ্ণব সবাকার।

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'।

'মাতৃগাথা' :—রাধাতন্ত্র—"হকার সাক্ষাৎ শিব এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই। রেফ দশমূর্তিময়ী ত্রিপুরাদেবী এবং এ কারকে ভগ (অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শ্রী জ্ঞান বৈরাগ্য) সাক্ষাৎ কারণরূপিণী—জগৎ প্রসবিনী বলে জানবে। হ কার শূন্যরূপী নির্গুণ ব্রহ্ম, র কার সগুণ ব্রহ্ম, হরে আমার মূর্তি সাক্ষাৎ ত্রিপুরা—এতে কোন সন্দেহ নাই। ক কারকে কামদায়িনী কামরূপিণী অব্যয় জ্যোতির্ময়ী বলে জানবে, হে সুভশ্রেষ্ঠ, ঋ কারকে কামিনী বৈষ্ণবী কলা বলে অবগত হবে, ষ কার অমৃতা মানদা পূষা তুষ্টি পুষ্টি রতি বৃত্তি শশিনী চন্দ্রিকা কান্তি জ্যোৎস্না শ্রী প্রীতি অঙ্গদা পূর্ণা পূর্ণামৃতা—এই ষোড়শ কলা সংযুক্ত শশধর। হে সুত! ণ কার সাক্ষাৎ অভয় মুক্তি শান্তিরূপিণী। তৃতীয় ঐক্য 'ক' সাক্ষাৎ ত্রিপুরা ভৈরবী।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ—জগন্ময়ী মহামায়া, হরে হরে শিবশক্তি স্বরূপা, হরে রাম—এই পদ সাক্ষাৎ পরম জ্যোতির্ময়ী এবং র কার আনন্দামৃত সংযুক্তা সাক্ষাৎ ত্রিপুরা ও ম কার মহামায়া নিত্যরূপিণী অর্থাৎ নাদস্বরূপিণী, বিসর্গ সাক্ষাৎ পরম-কুণ্ডলিনী, রাম রাম পদদ্বয় স্বয়ং শিবশক্তি আর হরে হরে এই পদদুটী যুগল যুক্ত।"

সুতরাং বিরোধ কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর বহুবাদ সম্পর্কে সন্দেহ নিরসন করতে গিয়ে বলেছেন—"দেবতা একটী—একমেবাদ্বিতীয়ম্। তবে তাঁর নাম ও রূপ বহু। যেটী যাহার প্রকৃতির অনুগত, শ্রীগুরুদেব তাহা নির্দেশ করিয়া মন্ত্র দিবেন।......আমার ইষ্টই যখন নানারূপে বিরাজ করিতেছেন—তখন দেবতান্তরে বিদ্বেষ করিলে ইষ্টেরই বিদ্বেষ করা হইবে এইটী মনে রাখা প্রয়োজন।" পরাশক্তি দুর্গা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ স্বরূপা। "দুর্গাখ্যা যা পরাশক্তি; সাক্ষাৎ কৃষ্ণ স্বরূপিনী"।

হরিনামরূপ মহামন্ত্রের ঋষি বাসুদেব—ছন্দ গায়ত্রী এবং দেবতা স্বয়ং ত্রিপুরা।

কৃষ্ণ যামল মহাতন্ত্রে অনেক গুহ্য রহস্যের কথা বলা আছে।

রাধা ও কৃষ্ণের বিপরীত রতি হতে দুর্গা ও রাম উৎপন্ন হন। দুর্গাই গোবিন্দ এবং রাম অথবা সঙ্কর্ষণই রাধা।

C-0. In Public Domain. Digitization by eGango

আবার একই পুরুষোত্তম তত্ত্ব ভাব ভেদে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম রূপে দুই ভাবে প্রকাশমান।

শুক সংহিতার অন্তর্গত এই তত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য ও জটিল। জ্ঞানীগণও সহসা তা ধারণা করতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ—"একবার শুকদেব গোলকধাম দর্শন করতে গিয়ে পরমানন্দময় বৃন্দাবন এবং ভগবানের অন্যান্য লীলাস্থল দর্শন করেন। তিনি দেখতে পান দিব্য শ্রীযমুনার তীরে বংশীবট তরুর মূলদেশে গোপীগণের সঙ্গে শ্যামসুন্দর নৃত্য করছেন।

যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা: কোটিজন্মার্জ্জিতৈঃ শুভৈঃ
গোপিকা ভাবমাসাদ্য রমন্তি পুনঃ পুনঃ
ঋষয়ঃ শ্রুতয়শ্চৈব গোপিকাভাব ভাবিতঃ
ক্রীড়ন্তি প্রভুনা সাকং মহাসৌভাগ্য মণ্ডিতাঃ

ঐ স্থানে শুকদেব পরীক্ষিতের দর্শন পান। পরীক্ষিত তাঁকে বলেন যে তাঁরই কৃপায় ভাগবৎ শ্রবণ করে তিনি নিত্যলীলাময় গোলকধামে রামতত্ত্বের আস্বাদন করেছেন। আরও বলেন—একদিন বৃন্দাবন তটে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিহার কালে শ্রীকৃষ্ণেরই অনুরূপ সৌন্দর্য্য বীর্য্য বয়স ও গুণ সম্পন্ন একজন স্নিগ্ধ শ্যামলদেহ পুরুষ আসেন—ইনিই শ্রীরামচন্দ্র। তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই দেহে প্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ আগন্তুক পুরুষ বনমালা ও মুরলী ধারণ করে রাসমণ্ডপে গোপীমণ্ডল মধ্যস্থ হয়ে পূর্ব্বের ন্যায় নৃত্য করতে লাগলেন।"

সুতরাং বিরোধ কোথায়?

সাধারণ জীবের সেই অপ্রাকৃত মানস চক্ষু নেই—তাই প্রকৃত তত্ত্ব জানবার সামর্থ জাগে না।

যাঁরা অপ্রাকৃত অনুভব শক্তির মাধ্যমে বিচিত্র ভগবৎ তত্ত্ব দর্শন করে ভক্তি সাধনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভেদ, স্তর আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন—তাঁরাই তাঁদের অপরোক্ষ অনুভূতি এবং দর্শনের বিবরণ বিস্তারিত ভাবেই লিখে রেখে গেছেন।

পার্থিব যুক্তির ভিত্তিতে পরমার্থ বিষয় বস্তুর ধারণা অসম্ভব—তাই সংশয় যেতে চায় না—অবিশ্বাসের আঁধার ঘনিয়ে এসে কুহেলিকার সৃষ্টি হয়—সত্যবস্তু গোচরীভূত হয় না। (ক্রমশঃ)

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

শ্রীশ্রীঠাকুর-সঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সন ১৩৬২ সালে ৩রা ফাল্গুন সরস্বতী পূজার দিন থেকে নবগ্রামে শ্রীহৃদয় রঞ্জন রায়ের বাড়ীতে অখণ্ড তারকব্রহ্ম নাম শুরু হয়। পূজোপলক্ষে নাম আরম্ভ করে নামের কৃপায় বাড়ীর কর্ত্তা এবং ছেলেমেয়েরা ও স্ত্রী একত্রিত হয়ে নাম করতে থাকেন এবং নামকে ছাড়তে ইচ্ছে করে না। নামের মধ্যে দিয়ে দিনরাত কেটে গেল। হৃদয়দা আমাদের নামপ্রেমী ঠাকুরটীকে প্রাণের সমস্ত ব্যাকুলতা দিয়ে জানালেন "হে ঠাকুর! তুমি কি পার না তোমারই দেওয়া নাম এ গৃহে অখণ্ডভাবে চালাতে? হে ঠাকুর, তুমি যে বোবার বুলি ফোটাতে পার, কানাকে রাস্তা দেখাও, আর তোমারই দেওয়া এ নাম তুমি বজায় না রাখলে, আমি অতি অধম, আমার কতটুকু ক্ষমতা আছে যে তোমার এই অফুরন্ত নামকে ধরে রাখি?" ভক্তের আকুল আহ্বান দয়াল ঠাকুরটী উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। নাম বন্ধ হলো না—অখণ্ডভাবে চলিতেছে।

হৃদয়দার বাড়ীতে—ঠাকুর প্রদত্ত নাম "মহামন্ত্রভবনে", এক গুরুভ্রাতার সহিত উপস্থিত হইলাম। আমাদের পৌছিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর হৃদয়দাদার বাড়ীতে এসে পৌছেছেন। ঠাকুরকে ঘিরে নাম গান চল্‌ছে। ঠাকুর যাবার বেলায় একহাতে হরেকেষ্টকে অপরহাতে আমাকে ধারণপূর্ব্বক কথা বলিতে বলিতে নিকটস্থ এক ভক্তের গৃহে শুভ পদার্পণ করিতে গেলেন।

ভক্তের বাড়ীতে হরিরলুট দিলেন, ছানা চিনি প্রসাদ করিয়া দিলেন, ঠাকুরের শ্রীহস্ত ধৌত জলপান করিয়া ধন্য হইলাম। ঠাকুর অপেক্ষমান জীপে করিয়া গন্তব্য স্থানে গেলেন। মহামন্ত্রভবনে ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিয়া দেখি বন্ধুবর নিষ্পন্দ ভাবাবিষ্ট। সে যে আমাদের সঙ্গে যায় নাই তাহা লক্ষ্য করি নাই। যাহা হউক সে প্রকৃতিস্থ হইলে পুনরায় নামে যোগদান করিলাম। ভক্ত হৃদয়দা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ দিলেন। বিনয়ের অবতার দাদা সর্ব্বদা দাসানুদাসভাবে অবস্থান করিতেছেন, যেন তঁাহার গৃহে পদার্পণ করায়

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

তিনি ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। যাঁহার গৃহে সূক্ষ্ম শরীরে ঠাকুর প্রতিনিয়ত অবস্থান করিতেছেন এবং প্রয়োজনে পাঞ্চভৌতিক দেহে উপস্থিত হইতেছেন এবং উপদেশাদি দিতেছেন তিনি কত বড় মহাভক্ত—তাঁর বাড়ীতে পৌছিতে পারায় আমরাই ধন্য হইয়াছি। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছেন—"ওরে হৃদয়, তোর এ নামে সীতারাম নিজে এসেছেন। তুই এ নাম বন্ধ করিস্‌নি। অখণ্ডভাবে চালিয়ে যা। বহু বাধা বিঘ্ন আসবে, ভ্রূক্ষেপ করিস্‌ না। কোন বাধাই তোকে ছিন্ন করতে পারবে না। সীতারামকে স্মরণ ক'রে কেবল নাম চালিয়ে যা। এই নামই তোর জীবনের একমাত্র পাথেয়। দেখবি তখন কোন বাধাই আর তোর সামনে নেই।" "ওরে হৃদয়, তুই যে নাম পেয়েছিস্‌, সে নাম যেন হেলায় হারাস্‌ নি। যে কোন উপায়ে অখণ্ডভাবে চালিয়ে যা, নাম ছাড়িস্‌ নি।" "ওরে হৃদয়, তুই অখণ্ডনাম চালিয়ে যা, কোন শত্রুই তোর কিছুই করতে পারবে না। একদিন দেখ্‌বি যারাই তোর সঙ্গে শত্রুতা করেছে, তোর সঙ্গে কথা কয় না, তারাই উপযাচক হয়ে তোরই বাড়ী এসে তোর সঙ্গে কথা কয়ে নাম করে যাবে।"

এই ঘটনা যখন ঘটে তখন ঠাকুর সুদূর ওঙ্কারেশ্বরে মৌন ছিলেন সেখান থেকে সূক্ষ্মশরীরে সব ব্যবস্থা করিয়াছেন। হৃদয়দার বাড়ীতে ঠাকুরের নামকারী একটি ভক্ত ছেলে 'মটুক বাউরী' ভাবাবিষ্ট হইয়া উপরোক্ত বাণীগুলি বলে! বলা বাহুল্য মটুক বাউরী লেখা পড়া কিছু জানে না। সে আবেশে উত্তর প্রত্যুত্তর দিয়া যাইতেছে। সে বলিতেছে 'আমিই সীতারাম আমি তোকে যা বলেছি তুই করে যা। দেখ্‌ আমি সর্ব্বজীবে বিদ্যমান এবং সূক্ষ্ম শরীরে সর্ব্বত্র বিচরণ করি, আমার গতি নির্ণয় কে করবে? যে আমার নামকে ধরে থাকে আমার শরণাপন্ন হয় আমি তারই কাছে যাই।" এইরূপ কত ঘটনা, কত সূক্ষ্ম দর্শন যে নিত্য ঘটিতেছে তার ইয়ত্তা নাই। হৃদয়দা বাবার অপার মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন "ঠাকুর তাঁর বাড়ীর নামযজ্ঞে নানাভাবে নানাবেশে দর্শন দিয়ে তাঁদের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। ঠাকুরটী কখন ধড়াচূড়া পীতবাস পরিধান করিয়া হাতে মুরলী লইয়া ঐ নামযজ্ঞে নূপুর পায়ে নৃত্য করিতেছেন। কখন নামযজ্ঞে বহু দেবদেবী ও মুনিঋষির আবির্ভাব হইতেছে। আমার স্ত্রীকে গৌরাঙ্গমূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন ঠাকুরটী।" হৃদয়দা সপরিবারে নামকে আশ্রয় করে আছেন ব'লে করুণাময় ঠাকুরটী তাঁদের নানাভাবে কৃপা করিতেছেন। তাঁহার দয়ার অন্ত নেই।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

হয়বরায় বাড়ী হইতে রাত্রে রাধাগোবিন্দ মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর ফিরিলেন রাত্রি প্রায় ১১টা হবে, সকলে দর্শন ও প্রণামাদি পূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। প্রসাদান্তে মন্দিরপ্রাঙ্গণে শয়ন করিলাম এবং নাম শ্রবণ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

আমার দয়াল ঠাকুর

শ্রীবিষাদ কুমার মুখোপাধ্যায়।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সুখের সময় আমরা তোমাকে স্মরণ করি না। যখন বিপদ ঘনিয়ে আসে, চারিদিকে অন্ধকার দেখি তখন আপনা হতেই তোমাকে ডাকি : "প্রভু বাঁচাও তুমি বিনা কেউ বা আমাকে রক্ষা করবে"। আমরা কতই অসহায়! কতটুকুই বা আমাদের শক্তি! একমাত্র তুমি ছাড়া কেই বা আমাদের বান্ধব, আমাদের ত্রাতা? হে দয়াল, হে দয়াময়! কই আগে ত তোমাকে কাছে পাইনি। দূর থেকেই তোমার দর্শন লাভ করেছি। মনে মনে ভক্তি শ্রদ্ধা জানিয়েছি। কিন্তু তোমার শ্রীমুখ হতে আশীর্ব্বাণী ত পাইনি। তোমার কল্যাণ পরশ ত লাভ করিনি। লক্ষ লক্ষ শিষ্যদের মধ্যে আমিও এক অধম শিষ্য। দূর থেকেই প্রণাম জানিয়ে অগণিত জনতায় ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেছি। কিন্তু তুমি ঠিকই কৃপা করেছিলে। আমার জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পাপ মোচনের জন্যই অলক্ষ্যে আমাকে তোমার কৃপা ধারায় ধৌত করেছিলে। তা না হলে প্রতি বৎসর আমার জন্মদিনে কেন স্বপ্নে আমায় দেখা দিতে আস?

প্রভু, তুমি সর্ব্বত্র বিরাজমান। পূণ্য ভারতভূমির প্রান্তে প্রান্তে তোমাকেই দর্শন করেছি। তুমিই আমার প্রারব্ধ মোচনের জন্য এক তীর্থ হতে অন্য তীর্থে নিয়ে গেছ। কামরূপের কামাক্ষীদেবী, বিশাখা-পত্তনমের ৺সিংহবাহিনী দেবী, রামেশ্বরমের ৺শ্রীরামেশ্বর মাদুরায় মীনাক্ষীদেবী, কন্যা-কুমারিকায় ৺কন্যাকুমারীদেবী, ত্রিবান্দ্রমের ৺অনন্তশয়নম বিষ্ণু, নাগপুরের সন্নিকটে রামটেকের শ্রীরাম মন্দির, পুরীর ৺শ্রীজগন্নাথ, ভুবনেশ্বরের ৺শ্রীলিঙ্গ-

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

রাজ, গোয়ার ৺শ্রীমঙ্গেশ ও ৺শান্তা দুর্গা,, কাশ্মীরের ৺ক্ষীর ভবানী, কাঞ্চীপুরমের ৺হরপার্ব্বতী, ডাম্বেরাডার (মধ্য প্রদেশ) ৺দন্তেশ্বরী, আমেদাবাদের ৺কালিকামাতা, চট্টগ্রামের ৺চণ্ডীদেবী, ৺ কাশীর শ্রীবিশ্বনাথ ও ৺মা অন্নপূর্ণা, কলিকাতার ৺কালিঘাট ও দক্ষিণেশ্বরের ৺কালীমাতা—আরও কত পবিত্র তীর্থভূমি যার স্মৃতি আমার মনের গোপন কন্দরে প্রোথিত হয়ে রয়েছে। সর্ব্বত্রই নত মস্তকে তোমায় স্মরণ করেছি। অসীম আনন্দ নিয়ে ফিরেছি। পথে, সমুদ্রে, শূন্যে বিমান মার্গে সর্ব্বত্রই তুমি আমায় রক্ষা করেছ। তোমার অশেষ কৃপা।

হঠাৎ একদিন আমার বিপদের দিন ঘনিয়ে এল। ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭৩। সকাল বেলা স্নানান্তে পায়ে চটি দিয়ে মসৃণ বারান্দা দিয়ে দ্রুতগতিতে ঠাকুরঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। নিমেষে ডান পা পিছলে উপরে উঠতেই বাঁ দিকে কোমরের উপর সজোরে পড়লাম। উঠতে পারলাম না। তীক্ষ্ণ কাতর ধ্বনিতে আকর্ষিত হয়ে আমার মধ্যম পুত্র (যে অশেষ গুরুকৃপায় সদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা পাশ করে বাড়িতেই বিদ্যমান ছিল) এবং আমার সাধ্বী স্ত্রী গুরুর কৃপাধন্যা সাবিত্রী (যিনি রান্নায় ব্যাপৃতা ছিলেন) আমাকে উঠিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। যন্ত্রণা ; অশেষ যন্ত্রণা। তবু ভাবছি কিছুই হয়নি। হয়ত এখনই ঠিক হয়ে যাবে। প্রতিবেশী বন্ধুরা এ্যাম্বুলেন্স ডেকে স্থানীয় (নিউদিল্লীর) সফদার জং হাসপাতালে নিয়ে গেল। এক্সরে করে দেখা গেল কোমরের হাড় ভেঙেছে—ফিমার নেক্ ফ্র্যাকচার। তারপর হাসপাতালের রোগ শয্যায়। অপারেশন করতে হবে। ঠাকুর তুমি সবই জান। আমার অবর্ণনীয় হাড় ভাঙার যন্ত্রণা—একমাত্র তুমিই জান। চার দিন একই ভাবে শুয়ে। পা শুধু টেনে বাঁধা। একটু নড়লে সূচ ফোটার তীব্র যাতনা। পাঁচদিনের দিন সকাল আটটায় অপারেশন ঘরে নিয়ে যাবার আগে তোমার পূজার ফুল মাথায় ঠেকানো হল তোমার আনিন্দ্যসুন্দর ছোট একটি আলেখ্য জামার পকেটে গুঁজে দেওয়া হল। জানিনা সে জামাটি অপারেশনের সময়ে ছিল কিনা। তখন বেলা প্রায় নটা। প্রভু, আর কি পৃথিবীর আলো দেখব ? হয়ত এই শেষ। আমার মত দুর্ব্বলচিত্ত লোকের আর কি ভরসা ? কিন্তু তোমার কাজ, ঠাকুর, তুমি ঠিকই করেছিলে। অলক্ষ্যে ওয়ার্ড থেকে অপারেশন কেন্দ্রে তুমি সঙ্গে সঙ্গেই ছিলে।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

একটি ইঞ্জেকশন দেওয়া হল। জিভ জড়িয়ে গেল। স্ত্রী সাবিত্রীকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তারপর অন্ত ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে হাওয়ার জোর সন্ সন্ শব্দ। অপর কিছুই মনে নাই। রাত্রি নটায় চোখ খুললাম। বমি, কেবল বমি। তবুও ঘোরের মধ্যে দুএকজনকে চিনলাম। কোমর থেকে বাঁ পায়ে আঙ্গুল অবধি একমণ পাথুরে বন্ধন— প্লাস্টারের ডাণ্ডা যাতে পা না নড়ে। হাতের শিরায় স্যালাইন বোতলের পর বোতল গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন চলেছে। দুদিন পরে আবার ওয়ার্ডে। কিছুদিন পরে হঠাৎ খবর পেলাম আমার পরমারাধ্য দয়াল ঠাকুর দিল্লীতে আসছেন। শুয়ে শুয়ে স্মরণ করতে লাগলাম। ঠাকুর তোমার কৃপা কি পাব না? আমার কত কষ্ট! তুমি ছাড়া কেই বা দূর করবে? একদিন বন্ধুবর শ্রীশ্যামা পদ বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি ঠাকুরের খুবই প্রিয় পাত্র) হাসপাতালে আমায় দেখতে এলেন। আমার কি অপার আনন্দ!

ওনাকে বললাম: 'ঠাকুরকে একটু আমার কথা বলবেন'।

৩০ শে ডিসেম্বর। ঠাকুর বিড়লার সপ্তকুটীরে আছেন। আমার স্ত্রী ও শ্যালক শ্রীমান রাখেন্দু (যিনি রাউরকেল্লায় কাজ করেন) শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শনান্তে প্রণাম করে আমার জন্ত কৃপা ভিক্ষা করলেন। হে ঠাকুর, তোমার অশেষ কৃপা। তুমি তোমার প্রসাদী মালা ও ফুল আমার স্ত্রীর হাতে দিয়ে আমার মাথায় ঠেকিয়ে দিতে বললে। সে মালা ও ফুল সে রাত্রেই হাসপাতালের কক্ষে আমার গলায় ও মাথায় দেওয়া হল। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।

তারপর সুদীর্ঘ তিনটি মাস একই ভাবে বিছানায় শুয়ে। দেওয়ালে টাঙানো তোমার ছবিটুকুর পানে চেয়ে থাকি। হাতে মহামায়ণ ও গুরুগীতা। শ্রীগুরুগীতার শ্লোকগুলি রোজ শুনিয়ে দেন। মহাবীরের স্তোত্র পাঠ করি। মধ্যে দুবার এ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এক্স্রে করাতে। নব্বই দিন পরে প্লাস্টার কাটা হল। আরম্ভ হল আরেক যন্ত্রণা। তুমিই সহ্য করবার ক্ষমতা দিলে। তা নাহলে এই বয়সে (৫৭) সাধ্য কি এই অসীম যন্ত্রণা সহ্য করি? মাস খানেকের উপর পায়ের ব্যায়াম (ফিজিও থেরাপি) আরম্ভ হল। হাঁটু জোর করে মোড়ানো হত। কষ্ট ভোগ করে ক্ষীণ হয়ে

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

গেলাম। কুলে এসে হয়ত তরী ডুবলো। আর ভরসা নেই। কিন্তু যে নৌকার হাল তুমি ধরেছ কার সাধ্য তা বানচাল হয়। হাঁটু মুড়লো। পায়ের ফুলো কমল। ক্রাচ্ নিয়ে চলাফেরা করতে লাগলাম। তারপর লাঠি। এখন বিনা লাঠিতে সামান্য কিছুদূর হাঁটতে পারি। বাড়িতে লাঠি ব্যবহার করিনা। তবে সিঁড়ি চড়বার সময়ে এক পা এক পা করে সিঁড়ি উঠতে হয়। বাঁ পা প্রায় দেড় ইঞ্চি ছোট হয়ে গেছে। ডাক্তার বা বলেন পুরনো ফ্র্যাকচার জোড়ে নি। অষ্টিওটোমি করে নতুন ভাবে হাড় জুড়তে হয়েছে। শরীরের ভার তার উপর দিয়েই নীচে যাচ্ছে। উঁচু জুতা পরতে হয়েছে।

পা ছোট হয়ে গেছে তার জন্য আক্ষেপ নাই। আজও ঠাকুর তোমার নাম করতে পারছি। তোমার লীলাকীর্ত্তন শুনতে পারছি। আমার স্ত্রীপুত্রের সহাস্য মুখ দেখতে পারছি। আর কি চাই?

দুর্গাপুরীতে গত পূজায় তুমি কত কাছে টেনে নিলে। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে "হাঁরে খোঁড়া জামাইটি কই"? আমার শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণী (সরসীর এবং বর্ত্তমানে আশ্রমের শ্রীমতী রাধারাণী দেবী) ঠাকুরের স্নেহভাজন। তাই ঠাকুর আমাকে বলতেন "সরসী মায়ের খোঁড়া জামাই"। আমার শ্বশ্রূমাতার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। গত বৎসরে জুলাই মাসে পড়ে গিয়ে তারও আমার মত কোমরের হাড় ভেঙ্গে যায়। ঠাকুরের কৃপায় আজ তিনি লাঠির সাহায্য না নিয়ে ঘরে চলাফেরা করছেন। তাঁহার ক্ষেত্রে অপারেশন হয় নাই। পা ওজন দিয়ে টেনে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু।

দুর্গাপুরীতে একদিন গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে ঠাকুর তুমি বললে "বাবাও যা বেটাও তা। অর্থাৎ বাবা খোঁড়া আর বেটাও খোঁড়া। আমার স্ত্রী নাছোড়বান্দা। বাবাকে বলিলেন "বাবা তুমি খোঁড়া পায়ে দিগ্বিজয় করে বেড়াচ্ছ। সে সব শুনব না। তুমি তোমার বেটার লাঠি ছাড়িয়ে দাও"।

আজ ঠাকুরের করুণায় বিনা লাঠিতেই চলাফেরা করছি। ঠাকুর তুমিই ভাঙ্গলে, আবার তুমিই জুড়লে। আমার পা না ভাঙ্গলে কি তোমার এত কাছে আসতে পারতাম? আজ আমার মত নগণ্য ব্যক্তিকে, পরম-কথা'র (ইংরাজী) যুগ্মসম্পাদক করে তোমার অশেষ কৃপা ধারায় সিক্ত করলে। তোমার লীলা অজ্ঞানী আমরা কি করে বুঝব বল? জয় সীতারাম। জয় সীতারাম। জয় সীতারাম।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

আচার্য্য শ্রীশ্রীশঙ্করদাদার ৬৪তম আবির্ভাব তিথি

চিন্তাহরণ

আজিকে এ শুভ জনমলগনে
বাসনা জেগেছে মনে
তোমার পবিত্র চরণ সরোজে—
হৃদয় কুসুম দানে।
ভাব ভাষাহীন কিঙ্কর তব।
নাহি কোন উপাচার।
প্রাণের প্রণামে করেছি রচনা
দিতে প্রীতি উপহার।
শঙ্কর তুমি সদা শিবময়—
শঙ্কর করুন মম।
আপনার হতে হও আপনার—
চরণেতে নম নম।
করুণায় ভরা আঁখি দুটি তব,
অধরে মধুর হাসি।
সকল বেদনা দূর করে দেয়
মধুর বচন রাশি।
মৈত্রী করুণা মুদিতা তোমার
চিরজীবনের সাথী
ব্যথিতের ব্যথা দূর করে তাই
হে দরদী! সম-ব্যথী,
উদার তোমার সৌম্য মূরতি—
সুধাময় ব্যবহার।
তাপিত জনের সান্ত্বনা দিতে
ঝরে সদা কৃপা ধার।
(দেব) যোগেশ্বরের যোগ নিধি তুমি
সকল গুণ আকর।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

হে গুপ্তযোগী লুকায়ে স্বরূপ
সদা শিব ও শঙ্কর।
আচরণ তব গুরুর আদর্শে
হে আচার্য্য বরণীয়।
উত্তর সাধক শ্রীসীতারামের
তাঁর সাথে স্মরণীয়।
হে গুরু আমার ক্ষম অপরাধ
এ কিঙ্কর অভাজন।
যাচে বিভূপদে চিরায়ু তোমার—
প্রণমি পূজি চরণ।

হাস্যানন্দের উক্তি ও পত্র

মানুষ মাত্রেই জীবনে সব সময়ে কোন না কোন কাজ করে চলেছে। বাইরে থেকে দেখে এগুলো অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন কাজ বলে মনে হয়। আসলে কিন্তু মানুষের করা সব কাজের মূল কাঠামো হ'লো একই। যার যে কাজ সে যন্ত্রের মতন, দিনের পর দিন কেবল করে চলেছে। ঠিক যেন—কুকুরের বাঁকা ল্যাজ সোজা করার চেষ্টা।

পত্র

মহাত্মন্, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১

গঙ্গাসাগরে মন্দির ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ৯ই জ্যেষ্ঠ ওখানে যে আনন্দ মেলার আয়োজন করতে চলেছেন, তাতে যোগ দেবার জন্ত আপনার নিমন্ত্রণ তারকদা যথা সময়ে আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। মজার ব্যাপার হলো, আজ ক'দিন থেকে আমার মনের ভিতর আপনার কথা যখন তখন উঁকি ঝুঁকি মারছিল! তাই তারকদা মারফৎ আপনার আমাকে স্মরণ করার ইচ্ছাটা জানতে পেরে মনে মনে ভেবেছিলাম, ৯ই ওখানে হাজির হ'লে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলেই কি সব কখন হয়? ওপরওয়ালা পাসপোর্ট সহি না করলে, গঙ্গাসাগর তো দূরের কথা, আমাদের এঘর ওঘর করা সম্ভব হয়না। মোট কথা, শরীরটা গড়বড় করায় ওখানে যাওয়া হ'ল না। গেলে নাকি, শরীরটা আবার বেশী খারাপ হ'তে পারে।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে এ থেকে একটা জিনিষ খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা যখনই এমন সব ব্যাপারে কোন কিছুর দোহাই দিয়ে আসল জিনিষটা এড়িয়ে যেতে চাই, সেটাই হ'ল পক্ষান্তরে আমাদের সত্যিকারের স্বীকারোক্তি যে আমরা কচিই হই বা ঝুনো বুড়ই হই এবং মরতে সদাই প্রস্তুত বলে মুখে যতই বড়াই করি না কেন, যমরাজ যখন সত্যি সত্যি আমাদের নিতে আসেন বা আসতে পারেন বুঝি, আমরা তখন ভয়ে কেঁচোর মতন গুটিয়ে যাই এবং কি করে যমরাজের হাত এড়িয়ে যেতে পারি তারই নানান চেষ্টায় তখন মেতে উঠি। সুতরাং আমারও শরীরকে আজ শিখণ্ডী করে দাঁড় করিয়ে ওখানে না যাওয়াটা এরই একটা দৃষ্টান্ত বলে মনে করলে খুব একটা ভুল করা হবে না বোধ হয়।

আশা করি, ওখানে আপনি শারীরিক কুশলে আছেন। আপনি আমার সাষ্টাঙ্গ ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেন। ওখানকার আর সকলকে আমার প্রণাম জানাই।

ইতি

স্নেহধন্য হাস্তানন্দ

শ্রীশ্রীবাবার নিত্যসংবাদ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কিঙ্কর বীরানন্দ

গতকাল বাবা প্রায় তিনঘণ্টা চণ্ডীপাঠ করেছিলেন। আজ বাবা চণ্ডীপাঠ করেন। বেলা সাড়ে নটায় পাঠ আরম্ভ করে শেষ হতে আড়াই ঘণ্টা লাগলো। তারপর হোম ও ভোগারতি হয়। মায়ের অষ্টমী পূজাদি কাজ শেষ হলে আশ্রমের ও মঠে ঠাকুরের ভোগারতি স্তব পাঠ করা হয়। বাবার স্নানের সময় সমবেত সন্তানেরা স্নান দর্শন করতে করতে প্রার্থনা করা হয়ে যায়।

আজও স্থানীয় কিছু সাধুসন্ন্যাসী সেবা করান হয়। বাবা বলে দিলেন যা আর দেরী করিস না, সকলে পাতা করে বসে পরবার চেষ্টা কর। বিশ্বানন্দরা বাবার কাছে আদেশ নিয়ে বললেন—বাবা! আপনি ভোগ গ্রহণ করতে বসুন? আমি সকলকে বসিয়ে খাওবার ব্যবস্থা করছি!

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangot

বাবা আনন্দিত হয়ে ভোগ নেওয়ার জন্য ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করেন। বাবার নির্দ্দেশে আজ মায়ের ভোগ ভালই হয়েছে, কয়েক রকম ভাজা, তরকারী, খিচুরী ভোগ, লুচি দই, মিষ্টি আকণ্ঠ ভোজনান্তে একটু বিশ্রাম করার সুযোগ পাওয়া যায়।

যথা সময় বাবার উপস্থিতিতে প্রার্থনা মৌনর পর সন্ধ্যারতি স্তবপাঠ কীর্ত্তনাদি হলে, পাঠও প্রায় ঘণ্টা দেড়েক চলে। আজও দিনে রাতে প্রায় সাড়ে তিনশো লোক প্রসাদ পায়।

১১।৬।৭৮ মঙ্গলবার, শ্রীহৃষীকেশ আশ্রম

আজ মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণ খুব সকালে—তারপর মায়ের নবমী পূজা আরম্ভ হবে। কাজেই আজ বাবা অন্যদিন অপেক্ষা আরও একটু সকালে সকলকে তুলে দিয়ে বলেন, তাড়াতাড়ি মঙ্গলারতি সেরে সন্ধিপূজার জন্য তৈরী হবে। বাবার নির্দ্দেশ মত আরতি স্তবপাঠ প্রার্থনা হলে যথা সময়ে, সন্ধিপূজা আরম্ভ হয়। বাবার উপস্থিতিতে মায়ের পূজা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। ঠিক সন্ধিক্ষণের. সময় বোমার শব্দ করা হয়েছে। তারপর নবমীপূজা আরম্ভ হয়। বাবা কয়েক জনকে দীক্ষাদান করে গঙ্গা স্পর্শান্তে নবমীপূজা শেষে চণ্ডীপাঠ করতে বসেন। বেলা দশটার পর আরম্ভ করে একটা বাজে সমগ্র চণ্ডীপাঠ শেষ করতে, তিনঘন্টা অনর্গল চণ্ডীপাঠ করে শোনান। বাবার শ্রীমুখে চণ্ডীপাঠ কল্পনাতীত ছিল, কারণ তেত্রিশ বৎসর আগে রহুলপুর দুর্গা পূজায় চণ্ডীপাঠ বন্ধ হয়ে.যায়, বাক্য উচ্চারণের ক্ষমতা থাকেনি, ওঙ্কারে স্থিতি লাভ করেন, এমনকি সর্ব্বকর্ম্মই চলে যায়।

চণ্ডীপাঠ শেষ হলে মায়ের ভোগারতির পর আশ্রমের ঠাকুরের ভোগারতি হলে বাবা সকলকে আহারাদি করার জন্য পাতা করে বসতে বলে ভোগ গ্রহণের জন্য ঠাকুর ঘরে যান।

আজ ভোগের কিছু বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে ; এখানের বিভিন্ন আশ্রম ও মঠের সাধু সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে বাবা সাধু ভোজনের পর ভোগ গ্রহণ করতে বসেন। আজ মায়ের ভোগ নানাবিধ ব্যঞ্জন, পোলাও, পরমান্ন, দই, মিষ্টি, নানা প্রকার ভাজা, দাল, পোস্তও বাদ যায়নি ; সব মিলিয়ে তিনশো লোক প্রসাদ পায়। অনেকের মুখে শোনা যায় বাঙ্গালী সাধুবাবার জয় হোক, কেহ কেহ বলেন সীতারাম বাবার জয় হোক। অথচ

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

নাম সব সময়েই বেশ জমাট ভাবে চলছে, বাবার মিলিটারী বাবারা নিয়মিত পালায় হাজির থাকে। আজ বাবা তাদের সকলকে প্রসাদ পাবার কথা বলে দিয়েছেন। প্রসাদ গ্রহণ শেষ হতে পাঁচটা বাজে। বাবা সন্ধ্যার আগে আশ্রমের সকলকে ডাক্‌লেন প্রার্থনা ও মৌনের জন্ত। বিশ্বানন্দদা বাবাকে প্রণাম করে প্রার্থনা করেন—বাবাকে,আজ সন্ধ্যায় আরতি করা হবে।

বাবা দুর্গাপ্রতিমার নীচে ফাঁকা জায়গায় চেয়ারে বসে আছেন, আরতির যোগাড় করা হলো বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহ। হরিসাধন ভায়া বাবাকে আরতি করে স্তব করল। এরপর পাঠ আরম্ভ হয়। আজ মামাজি পাঠক, এক অধ্যায় মহাভারত পাঠের পর একটু কথা রামায়ণ শেষে বাবার আদেশে চোখের জলে মায়ের পূজা বই থেকে "দুর্গানামের ফল" দুর্গাদাসের কাহিনী-পাঠ করে শোনান, পাঠ শেষে, বাবা মল্লিকদাকে বলেন—আগামী বৎসর মা যেন দিল্লীতে আসেন বলেই মুচকী হাসি হাসতে থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শুভজন্মতিথি

শ্রীধাম দিগসুইএ ৫ই শ্রবণ আষাঢ়ী শুক্লা চতুর্দশীতে শ্রীশ্রীপরমগুরুপূজ্য আচার্য্য শ্রীমদ্‌শ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ দাদার চতুঃষষ্টিতম জন্মতিথিতে প্রাতে, শ্রীশ্রীগোপালের পূজা, হোম, ভোগ ইত্যাদি সহকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে সর্ব্বাধীশ শ্রীতারকনাথদাদা উপস্থিত থাকিয়া উৎসব প্রতিপালনের তত্ত্বাবধান করেন। পরমগুরুমাতার বামপার্শ্বে বসিয়া শ্রীমৎশঙ্কর দাদা উপস্থিত সকলের প্রণাম গ্রহণ করেন। নূতন গরদ বস্ত্রোত্তরীয় পরিহিত সস্মিতানন দাদার একটী একক আলোকচিত্র গৃহীত হয়। উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ ও গ্রামবাসী অনেকেই পরিতৃপ্তিসহ প্রসাদ গ্রহণ করে।

* * *

শ্যামনগরের ভ্রাতাগণ গত ৬ই শ্রাবণ শ্যামনগরে শ্রীশ্রীগুরুদেবাত্মজ আচার্য্য শ্রীমৎরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ দাদার পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি প্রতিপালনের জন্ত এক মহৎ উৎসবের আয়োজন করিয়া পূজাভোগান্তে শ্রীরঘুনাথ দাদার অর্চনা করিয়া উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করে।

ইহাও বিদিত, ১ই শ্রাবণ নদীয়ার বীরনগরের ভ্রাতৃবৃন্দ শ্রীশ্রীদাদার এই পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি যথাবিহিতভাবে সাড়ম্বরে অষ্টপ্রহরব্যাপী শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন সহ প্রতিপালন করে।

-0. In Public Domain. Digitization by eGang

শ্রীনামপ্রচারসূচী

১। ১৩৮২। ৭ই ভাদ্র, রবিবার ২৪।৮।৭৫ কেন্দ্রের কর্ম্মকুঞ্জ ২/৬৭ গান্ধী কলোনী কলিকাতা-৪০

২। ১৩৮২। ১৪ই ভাদ্র, রবিবার ৩১।৮।৭৫ এ ২১, বাঘাযতীন পল্লী কলিকাতা-৩২

৩। ১৩৮২। ২১শে ভাদ্র, রবিবার ৭।৯।৭৫ এ ৪৯, বাঘাযতীন পল্লী কলিকাতা-৩২

৪। ১৩৮২। ২৮শে ভাদ্র, রবিবার ১৪।৯।৭৫ ৬০/৩ গড়চা যেন রোড কলিকাতা-৩২

শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তন-সংবাদ

কাঁথি, মেদিনীপুর—পূর্ব্বকুমারপুর মৌজায় শ্রীহরমনভাই প্যাটেলের গৃহে গত ১০ই মাঘ ১৩৮১ উদয়াস্ত শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

আসানসোল, বর্দ্ধমান—শ্রীমতী বীণা দেবীর মহিশিলা কলোনী গৃহে গত ২৪এ মাঘ ১৩৮১তে অষ্টপ্রহর ব্যাপী শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

জোয়ানপুর, বর্দ্ধমান—গত ১১ই ফাল্গুন, ১৩৮১ ৺যতীন কোলের গৃহে অষ্টপ্রহর ব্যাপী শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

সুনীপুর, বর্দ্ধমান—শ্রীকালীপদ কোলের গৃহে গত ১০ই ফাল্গুন ১৩৮১ অষ্টপ্রহর ব্যাপী শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

আসানসোল, বর্দ্ধমান—গত ১৩ই চৈত্র, ১৩৮১ শ্রীঅসিত রায়ের মহিশিলা কলোনী গৃহে অষ্টপ্রহর ব্যাপী শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন হয়।

—গত ৯ই চৈত্র, ১৩৮১ শ্রীরমেন দাসের মহিশিলা কলোনী গৃহে অষ্টপ্রহর শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন হয়।

গন্ধর্ব্বপুর, বর্দ্ধমান—গত ১৩ই চৈত্র, ১৩৮১ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাত্রের গৃহে অষ্টপ্রহরব্যাপী শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসব

৬ই শ্রাবণ আলমবাজারস্থিত মহামিলন মঠে সকাল হইতে শ্রীমন্দিরে পূজা, হোম, পুষ্পাঞ্জলি সহ শ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসব প্রতিপালিত হয়। এতদুপলক্ষ্যে মঠে উপস্থিত প্রায় দুই শত ভক্তসন্তান ও স্থানীয় নরনারী প্রসাদের তৃপ্তিভোজনে পরিতৃপ্ত হয়।

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৪ঠা ভাদ্র বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় শ্রীশ্রীঠাকুরের উপস্থিতিতে মহামিলন মঠে সতীসঙ্ঘের বার্ষিক সংযুক্ত অধিবেশন হইবে। ঐ দিন ঐ স্থানে সকাল ৯টায় শ্রীশ্রীপরমগুরুমাতার উপস্থিতিতে তাঁর জন্মতিথিপূজামহোৎসবপর্বও অনুষ্ঠিত হইবে।

অনুষ্ঠানদ্বয়ে সকল সতীসঙ্ঘ সভ্যাগণকে যোগদান করিতে জানানো যাইতেছে।

শ্রীমতী শান্তাদেবী
পরিচালিকা : মূল সতীসঙ্ঘ কেন্দ্র

পরলোকে

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত সন্তান লালগোলা নিবাসী ৺করুণাময় দাস লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ বেলা পৌনে চারটায় বহরমপুর হাসপাতালে পরলোকগত হন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়।
জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়॥

তোমার পূজার তরে এই আয়োজন।
প্রসন্ন নয়নে দেব কর বিলোকন॥

সম্পূজক—কিঙ্কর কৃপানন্দ * কিঙ্কর দেবকুমার
সহ-সম্পূজক—কিঙ্কর রাজকুমার
সঞ্চালক—কিঙ্কর গোকুলকিশোর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিশ্র কর্তৃক শারভগবান্ প্রেস, পি, [illegible] কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রিত এবং শ্রীদাশরথি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১৪, শান্তিরাম রাস্তা, বালী, হাওড়া হইতে প্রকাশিত

বার্ষিক মূল্য সডাক ছয় টাকা মাত্র

0. In Public Domain. Digitization by eGang

-0. In Public Domain. Digitization by eGang